জাগ্রত বসন্তের গল্প

পরিচয় পাত্র

কেননা এই মুহূর্তে এ শহরে বসন্ত এসেছে। বসন্তের মন কেমন একটা অদ্ভুত গন্ধ এখন শহরের অলিতে গলিতে, শহরের ডোবাজাতীয় ট্রাম রাস্তায়, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ম্যানহোলে, রাস্তার নিয়ন সাইন আর গাছের টুকরো কাঠে। ডাম - দাবার বোর্ডে আর মুর্দাবাদ - জিন্দাবাদে ছড়িয়ে গিয়েছে। পিলপিল করে মানুষ আসছে শহরে, তাদের প্রত্যেকর গায়ে নিজস্ব বসন্তের গন্ধ আর গল্পকে নিয়ে তারা শহরে চলে আসছে। আমি তাদের প্রত্যেকের আলাদা গল্পগুলোকে সনাক্ত করতে পারি।

এই সময়েই আমি আমার নিজের গল্পের খোঁজে শহরের রাস্তায় নেমে পড়েছিলাম। ফুটপাতের নিয়ন আলোর রোশনাইয়ে ভেসে যেতে যেতে ম্যাস্টিক অ্যাসফল্ট রাস্তার দিকে আমি তাকিয়ে রইলাম। গোলবাড়ি থেকে ভেসে আসা সুঘ্রাণ আমি আস্বাদন করছিলাম। আমার হাতে একটি প্রস্ফুটিত গোলাপ ধরা ছিল। অর্থাৎ গল্পের জন্য যা যা প্রয়োজন এবং যে যে অবস্থার প্রয়োজন তার কোনটারই কোন অভাব ছিল না।

ঠিক এইসময়েই তাকে আমি দেখলাম। ঠিক উল্টোদিকের ফুটপাতেই সে দাঁড়িয়ে ছিল। সে ধীরে ধীরে পা বাড়াল রাস্তায়।সান্ধ্য সংবাদপত্রের হকারদের উচ্চকিত কলস্বর আর মানুষের একটানা গুঞ্জন তার স্বচ্ছন্দ গতিকে এতটুকু ব্যাহত করতে পারল না। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকে অনুসরণ করলাম। তার স্তিমিত অথচ ঋজু পদবিক্ষেপ তাকে চারপাশের সবকিছু থেকে স্বাতন্ত্র্যদান করছিল।

আমি তাকে অনুসরণ করে ধীরে ধীরে রাস্তায় নেমে এলাম। রাস্তার চারপাশে ট্রামের ধাতব স্বর, বাসের কর্কশ যান্ত্রিক ধ্বনিও "চিড়িয়ামোড়, পাইকপাড়া, সিঁথি, টবিন রোড, ডানলপ" এই সবকিছুই আমার চারদিক দিয়ে ঝড়ের মত দ্রুতবেগে বেরিয়ে যেতে লাগল। আমি নীরবে চলতে লাগলাম।

আমি প্রস্তুতি নিতে শু করলাম কিভাবে।

আমি তার সঙ্গে প্রথম কথা বলব। কেননা আমি অনেকভাবেই কথা বলতে পরি। আগ্নেয়গিরির ভাষায়, ঝর্ণার ভাষায়, ফুলফোটানোর ভাষায়, এমনকি অব্যক্ত ভাষায়। কি কথা বলব আমি মনে মনে সেটাই ভাবছিলাম।

আমি দেখছিলাম মোড়ের মাথায় দাঁড়ানো ট্রাফিক পুলিশ তার জামা ও জুতোর ফেটে চাওয়া অংশগুলো ঢেকে রাখার চেষ্টা করছে। আমি শহরের মাথায় চড়ে বসে থাকা বিশাল বেলুনটাকে দেখতে পেলাম। মনে হল সেটা যেন এক প্রকাণ্ড ফানুস যা এখুনি জ্বলতে জ্বলতে নেমে আসবে। নেমে আসবে মানুষের এই অরণ্যের ওপর। কুকুরসঙ্গী মহিলা তাঁর কুকুরটিকে নিয়ে সান্ধ্যভ্রমণেপরমানন্দ অনুভব করছিলেন। আমার মারিয়া দস্ প্রাজেরেস এর কথা মনে পড়ল। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত চিন্তাভাবনাকে সরিয়ে রেখে আমি আবার তাকে অনুসরণ করলাম। তার চপল গতিভঙ্গী আমাকে স্তম্ভিতকরে দিচ্ছিল। আমি বুঝে ফেললাম পারিপার্শ্বিকের কোন কিছুই তাকে যেন আর স্পর্শ করছে না। সে চলে যাচ্ছে আড্ডার তুফান তুলে। ছেঁড়া ছেঁড়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত টুকরো কথারা আমার দিকে উড়ে আসছিল আর আমি তাদের একটিকেও ধরতে পারছিলাম না।

দুপাশের প্রাচীন চুনকালিঘসা, স্যাঁতসেঁতে ইঁটের বাড়ির মাঝখানের গলির মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে আমি সেইসব ক্লিষ্টস্বর শুনতে থাকি। আমার মনে হচ্ছিল এই চলার পথ আর কখনোই ফুরিয়ে যাবার নয়। আমি অনন্ত সময় ধরে হেঁটে চলছি। তিনশ বছরের সুদীর্ঘ ইতিহাসের সঙ্গী আর সাক্ষী যত থাম আর দেওয়ালরা দুপাশ থেকে আমার বসন্তোৎসবকে স্বাগত জানাচ্ছিল। আমি ধীরে ধীরে এগিয়ে চললাম।

ইলেকট্রিক পোস্টের উপরে বসে থাকা নঙ্র, বিষণ্ণ কাক আর জমে থাকা ভ্যাটের সারি আমাকে যাত্রাপথে এগিয়ে দিচ্ছিল।আমি ভাবছিলাম এখন কিছু কুয়াশা থাকলে মন্দ হত না। কুয়াশাা আমার মুখের চারপাশে বেড়াত। তাদের নরম আস্তরণ ভেদ করে এগিয়ে যাওয়ার উত্তেজনা বর্ণনীয় নয়।

আমার প্রতিটি রাতের কথা মনে পড়ছিল, যখন বই পড়তে পড়তে আর পড়া বইটি বন্ধ করতে করতে আমি এই মানসযাত্রার স্বপ্ন দেখতাম। মনে হত ধীরে ধীরে আমি বইটিরই বিষয়বস্তু হয়ে উঠছি। কত আলো এই শহরে। সেতুর মাথার উপর থেকেদেখলে মনে হয় যেন আলোর মালা ছড়িয়ে রয়েছে শহর জুড়ে। চারপাশে কত মানুষ, সকলে কত ব্যস্ত। চারপাশ দিয়ে হু হু করে বেরিয়ে যাচ্ছে সাইকেল, বেরিয়ে যাচ্ছে গাড়ি। আমি আস্তে আস্তে পৌঁছে যাচ্ছিলাম এই অদ্ভুত রহস্যময় স্মৃতিসৌধের অভ্যন্তরে। মনে হচ্ছিল আমার এই অনুসরণ যেন সবাই দুপাশ থেকে দেখে চলেছে। আমি নিশ্বাসের সঙ্গে কেমন যেন একটা উদ্ভিজ্জ সুঘ্রাণ পাচ্ছিলাম। মনে হচ্ছিল এই কংক্রিটের শহরের খাঁজে খাঁজে গজিয়ে উঠছে লতানে গাছ। বসন্তের ফুল ফুটছে শহর জুড়ে। উদাসী হাওয়ার পায়ে পায়ে ঝরে পড়ছে মুকুল।

পরমুহূর্তেই আমার সম্বিত ফিরে আসে। আমাকে যে গল্প লিখতে হবে। গল্পের সন্ধানেই তো বেরিয়েছি পথে। আমি চলার গতি বাড়িয়ে দিই। আমি দুপাশের নতুন নতুন উড়ালপুল আর বহুতলগুলোকে দেখতে থাকি। বড় সুন্দর আর মসৃণ হয়েছে শহরটা। নিখুঁত হয়ে উঠছে ক্রমশঃ। আমি এই নতুন শহরের দিনলিপি লেখার কথা ভাবতে থাকি। আমি কল্পনা করি আমার খাতা ভরে উঠবে কালো অক্ষরে। একসময় আমার হাত থেকে গোলাপ পড়ে যায়। আমি তবু হেঁটে চলি। শহরের মৃত অংশ আর জীবিত অংশ আমি কতবার পেরিয়ে যাই। মৃত অংশের খাপরার চাল, কাজ হারানো মানুষদের দেখতে দেখতে বিব্রত বোধ করি আমি। একটাগলি পেরোলেই জীবিত অংশ। সেখানের রোশনাই আমাকে কাঙ্খিত শক্তি জোগায়। অস্বস্তি কমে আমার। তাকে প্রথমে কি কবিতাশোনানো যেতেপারে আমি ভাবতে থাকি। আমি এবিষয়ে নিশ্চিত হই যে গল্পটা বেশ ভালই জমে উঠবে। কাল্পনিক পৃথিবীতে চলেএসেছি আমি। এই বহুতল কণ্টকিত, আলো ঝলমলে শহরে, এই চিরবসন্ত শহরে আমার বসন্তযাপন ভারী তাৎপর্যময়। এতক্ষণে সে থমকে দাঁড়ায় রাস্তার। আমিও দাঁড়াই। মনে মনে

প্রস্তুতি নিই। জিভ ভারী, নিশ্বাস দ্রুত। "কি অপূর্ব ভেঙে পড়েছিল, মাথায় আকাশ!" সে ধীরে ধীরে আমার দিকে ফিরে তাকায়, ঘুরে দাঁড়ায়। বহুদিনের না কামানো খোঁচা খোঁচা দাড়ি আর হলুদ ছোপধরা দাঁতের একটা ঝিলিক খেলে গেল। আমার পৃথিবী টলে ওঠে।
কিন্তু পরমুহূর্তেই সাহস সঞ্চয় করে আমি সামনে এগিয়ে আসি। ওকে আমি চিনতে পারি। ওর মুখ আমার অর্ধপরিচিত। এই মুখ আমি আয়নায় একাধিকবার দেখেছি।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com